দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ APR. 9 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৬

148

ফেনসিডিলের আসর শিক্ষিকার বাসায় ॥ খবরের সত্যতা মিলেনি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ রাজধানীর ধানমণ্ডি এলাকার এক স্কুল শিক্ষিকার বাসায় ছাত্রদের নিয়ে পর্নো প্রদর্শনী ও ফেনসিডিলের আসর জমানোর খবরের সত্যতা মিলেনি। পুলিশ ৩৮টি ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে গোপন তদন্ত চালিয়ে নিশ্চিত হয়েছে ওই এলাকায় এ ধরনের কোন কিছু ঘটেনি। গত ৩ এপ্রিল ঢাকার একটি দৈনিকে খবরটি প্রচারিত হয়। প্রকাশিত খবরে বলা হয় ধানমণ্ডি এলাকার একটি স্বনামধন্য ইংরেজী স্কুলের শিক্ষিকার বাসায় নাকি ফেনসিডিলের আসর বসত। ওই শিক্ষিকা নাকি ছাত্রদের প্রাইভেট পড়ানোর কথা

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

ফেনসিডিলের আসর (প্রথম পাতার পর)

বলে বাসায় নিতেন। পরে তাদের দেখাত পর্নো ছবি। সাথে সরবরাহ করা হতো ফ্রী ফেনসিডিল। এভাবে পর্যায়ক্রমে ছাত্রদের আসক্ত করা হতো ফেনসিডিলে। ওই খবরে বলা হয় স্কুল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে অভিভাবকদের অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টি তদন্ত করে। তদন্তে ঘটনাটি নাকি সত্য প্রমাণিত হয়। এজন্য স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয় ওই শিক্ষিকা ও তাঁর পাঁচ ছাত্রকে।

বলাবাহুল্য প্রকাশিত প্রতিবেদনে যে স্কুলে এই ঘটনাটি ঘটেছে সেই স্কুলের নাম ও শিক্ষিকার নাম এমনকি ধানমণ্ডি এলাকায় কোন্ সড়কে স্কুলটি তাও উল্লেখ করা হয়নি। বহুল প্রচারিত ওই পত্রিকায় খবরটি প্রকাশের পর অভিভাবক মহলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। উদ্বিগ্ন পিতা-মাতারা নিজেরা গিয়ে বিভিন্ন স্কুলে খোঁজ খবর শুরু করেন। স্কুল কর্তৃপক্ষও এ নিয়ে বিপাকে পড়েন। ধানমণ্ডির স্বনামধন্য স্কুল অক্সফোর্ডের একজন শিক্ষিকা জানান, সংবাদপত্রে এ ধরনের তথ্য প্রকাশের পর অনেক অভিভাবক স্কুলে এসেছেন। তাঁরা জানতে চান ঘটনাটি আসলে কি? একই কথা বলেছেন আরও কয়েকটি স্কুল কর্তৃপক্ষ।

ধানমণ্ডি থানা পুলিশ বলেছে, ধানমন্ডি এলাকায় মোট ৩৮টি ইংরেজী স্কুল রয়েছে। উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পুলিশ এসব স্কুলে গোপনে অনুসন্ধান করে। কিন্তু তারা এর কোন সত্যতা পায়নি। পুলিশের দক্ষিণ বিভাগের ডিসি হাসান মাহমুদ খন্দকার জনকণ্ঠকে বলেছেন, পত্রিকায় খবরটি প্রকাশের পর তিনিও বিষয়টি খোঁজ করতে বলেছেন। কিন্তু কোন খোঁজ পাননি।